সংবাদ

তারিখ ... 2-2-FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ .....

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয় ১০ ভাগ বাড়ছে

সাজেদুর রহমান

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উভয় পর্যায়েই সরকারি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ১০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে এ বৃদ্ধি কার্যকর হবে বলে সরকারে একটি নির্ভযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও দেশের কয়েকটি এলাকায় ধর্মীয় এবং পরিবেশ উপযোগী অনুকূল স্কুল ক্যালেন্ডার চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে।

জানা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়েই সরকারি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় (গত অর্থবছরের হিসাবে) মাত্র ১ হাজার ৭৯২ টাকা। যা মাসভিত্তিক আসে মাত্র ১৪৬ টাকা। অন্যদিকে রেজিস্ট্রিকৃত মাদ্রাসায় গড়ে বছরে এক হাজার ৬৪২ এবং মাসের হিসাবে এই বরাদ্দ ১৩৭ টাকা। আর নন-রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারি স্কুল সরকারি সহায়তা কিছুই পায় না। অর্থ বরাদ্দ এ পারিপার্শ্বিকতার বিচারে অতি নগণ্য বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। তবে এ বিষয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন সদ্য নিয়োগ পাওয়া প্রাথমিক শিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি বলেন, আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, তদারকি এবং তত্ত্বাবধায়নে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা জন্য প্রায় কোন ব্যয় হয় না। ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মানে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। আর এর প্রভাব পরে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষায়। তিনি আরও বলেন, গত আগস্টে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (ফিন্যান্সিং প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ) এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি হলেও তা গড়ে বছরে মাত্র ২৪ দশমিক ৭ মার্কিন ডলার, রেজিস্ট্রিকৃত মাদ্রাসায় গড়ে বছরে ২৩ দশমিক ৬ ডলার ব্যয় হয়। তিনি বলেন, এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমি আগেও কাজ করেছি এখন সরকারে এসে ভেতর থেকে কাজ করছি। আমি আশা করি, আগামী অর্থবছরে এ পরিমাণ বাড়ানো যায় কি না।

ব্যয় : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

ব্যয় : মাধ্যমিক শিক্ষায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, সরকারি, রেজিস্ট্রি স্কুল ও নন-রেজিস্ট্রি স্কুল ছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাথাপিছু সরকারি খরচের পরিমাণ বছরে মাথাপিছু ৬৩ টাকা (শূন্য দশমিক ৯ ডলার) থেকে ৬৬৫ টাকা (৯ দশমিক ৫ ডলার)। এসব স্কুলে মাস হিসাব আসে মাত্র ২ টাকা ৮০ পয়সা (শূন্য দশমিক শূন্য ৪ ডলার) থেকে ৫২ টাকা ৩০ পয়সা (শূন্য দশমিক ৭৯ ডলার)। তিনি আরও বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে মাথাপিছু গড় সরকারি ব্যয় সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে বছরে ৫ হাজার ২৫০ টাকা (৭৫ ডলার)। এবং বেসরকারি স্কুলগুলোতে বছরে ২ হাজার ৩৫০ টাকা (৩৫ ডলার)। মাসের হিসাবে ২০৩ টাকা (২ দশমিক ৯ ডলার)। বর্তমান বাজারে এ পরিমাণ অর্থ অতি নগণ্য।

তিনি বলেন, সরকার যে বৃদ্ধির কথা বলছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাই খুব বেশি আশাবাদী হতে পারছি না। বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বাড়ালে কিছুটা ভাল হতো।

অন্যদিকে দেশের কয়েকটি এলাকায় ধর্মীয় এবং পরিবেশ উপযোগী অনুকূল স্কুল ক্যালেন্ডার চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে সারাদেশে সব স্কুল একই সময়সূচি অনুযায়ী বন্ধ ও খোলা থাকে। কিন্তু আমদের দেশের সব এলাকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এক রূপ নয়। জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অভিন্ন সময়সূচির কারণে বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, সমুদ্র উপকূলবর্তী ভোলা জেলায় ৫-১০ বছরের শিশুরা মার্চ-এপ্রিলে চিংড়ি মাছের পোনা এবং জুন-আগস্টে ইলিশ ধরে প্রত্যেকে কয়েক হাজার টাকা আয় করতে পারে। কক্সবাজারের শিশুদেরও এরূপ আয়ের সুযোগ আছে। সিলেটে চা বাগানে কর্মরত শিশুরা চায়ের পাতা তুলে দৈনিক ৫০ টাকা বাবা-মাকে সাহায্য করে। সারাদেশে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। এসব সময়ে দরিদ্র শিশুদের পক্ষে স্কুলে থাকা সম্ভব হয় না। এছাড়া সিলেট, নেত্রকোনার মতো জেলায় হাওড় এলাকা বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘদিন পানিতে ডুবে থাকে যখন এসব এলাকার শিশুদের পক্ষে ক্লাস করা সম্ভব হয় না। পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী শিশুদের জুম চাষের জন্য দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। এছাড়া নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি দুর্যোগের কারণে অনেক সময় স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। সারাদেশের জন্য অভিন্ন স্কুল ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে বিভিন্ন এলাকার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন স্কুলক্যালেন্ডার থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হতো বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। সরকার এ বিষয়টিকে বিশেষ বিবেচনায় রেখেছে।

এ ব্যাপারে স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির প্রাথমিক শিক্ষা এডভোকেসি গ্রুপের কর্মকর্তা জীবন দে শ্যামল বলেন, সরকারিভাবে নির্ধারিত ৭৫ দিনের ছুটিকে শুধু পুনর্বিন্যাস করেই এলাকা-উপযোগী স্কুল ক্যালেন্ডার তৈরি করা যায়। এ ক্ষমতাটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার (ডিপিও) হাতে থাকলেই তা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে ডিপিওর হাতে এরূপ ক্ষমতা নেই।